দীর্ঘকাল ধরিয়া
সুনাম ও সততার
সঙ্গে
বিশেষত্ব বজায় রেখেছে
পণ্ডিত-প্রেস
সকল প্রকার ছাপার কাজের
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

Registered
No. C. 853

জঙ্গীপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক
জল গম্বুজের নিকট
পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ
জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা
★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।
★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।
★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।
★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।
জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫৫শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৮ই শ্রাবণ বুধবার, ১৩৭৫ ইং 24th July 1968 | ১১শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...
দীপ্তি লণ্ঠন
ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ
এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।
রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরানোর পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।
জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।
• ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
• স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
• যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার
দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

এই তো খেলার দিন—
ফুটবল, বুট, এ্যাংক্লেট, হোস্
উল ও প্রসাধন সামগ্রী ইত্যাদি পাওয়া যায়।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
কর্মাধ্যক্ষ—খেলা ঘর
রঘুনাথগঞ্জ চাউলপটী, মুর্শিদাবাদ

স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের
মনের মত ভাল বই
সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।
STUDENTS' FAVOURITE
Phone—R.G.G. 44.

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৮ই শ্রাবণ বুধবার সন ১৩৭৫ সাল।

॥ বনমহোৎসব প্রসঙ্গে ॥

—o—

ভারত সরকার প্রবর্তিত বনমহোৎসবের উদ্‌যাপন চলে জুলাই মাসে। সরকারী নির্দেশে রাজ্যে রাজ্যে সমারোহের সহিত বৃক্ষরোপণ পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু ইহা সরকারী স্তরেই সীমাবদ্ধ থাকে। বনমহোৎসবের সার্থকতার দিক সম্পর্কে আমরা সচেতন থাকিনা বলিয়াই এত বড় মঙ্গলযজ্ঞে আমরা নিষ্ক্রিয় হইয়া আছি।

মানুষ তথা সকল জীবের জীবনধারণে বৃক্ষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অপরিহার্য। তাই সুপ্রাচীন কাল হইতেই আমাদের দেশে বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা ও বন সংরক্ষণকে কর্তব্য বলিয়া বা ধর্মের একটি অঙ্গ বলিয়া গণ্য করা হইত। আজ গণজীবনের তাগিদে বনজাত বৃক্ষাদিকে বিনষ্ট করা হইতেছে আর মানুষের জীবনযাত্রা ব্যাহত হইবার আশঙ্কায় বনমহোৎসবের আয়োজন চলিয়াছে।

জাতিধর্ম নির্বিশেষে বনমহোৎসব সকলের অবশ্য পালনীয়। সনাতন ধর্মে বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা, বৃক্ষাদির পূজা, নানাবিধ সংস্কারে, পূজা ও যজ্ঞাদিতে বনজাত বৃক্ষাদি, ফল, মূল, পুষ্প, লতা-গুল্ম প্রভৃতির প্রয়োজন বিধায় এই বনানী সেবার বিধান। শাস্ত্রে বলা হইয়াছে,—'অপ্যেকমপি রাজেন্দ্র, বৃক্ষং সংস্থাপয়েচ্চ যঃ। সোঽপি স্বর্গে বসেৎ ব্রহ্মণ্ যাবন্মন্বন্তরং নৃপঃ॥' —হে রাজেন্দ্র, যে ব্যক্তি একটি বৃক্ষ স্থাপন করে সে মন্বন্তরকাল পর্যন্ত স্বর্গলোকে বসতি করে। 'তত্র যাবন্তি পত্রাণি পুষ্পাণি ফলানি চ। তাবৎ বর্ষাবধি-স্থায়ী স্বর্গলোকে নরো ভবেৎ। জন্ম প্রভৃতি পাপানাং প্রায়শ্চিত্তমভিপ্সীতা। বিষ্ণুপ্রীতিকরো যস্মাৎ স্থাপনীয়ো মহীরুহঃ॥' প্রতিষ্ঠিত বৃক্ষের পত্র পুষ্প ও ফল সমসংখ্যকবর্ষ পর্যন্ত মানব স্বর্গলোকে স্থায়ী হয়। জন্ম প্রভৃতি পাপসমূহের প্রায়শ্চিত্ত কামনায় বিষ্ণুপ্রীতিকর এই মহীরুহ স্থাপন করিবে। মুনিঋষিগণ যজ্ঞার্থে ও বিভিন্ন ধর্মকর্মে বনের সংরক্ষণ করিতেন। বৃক্ষের সহিত একাত্ম হইয়া, বৃক্ষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইয়া মহর্ষি কণ্ব শকুন্তলাকে পতিগৃহে প্রেরণকালে আশ্রম বৃক্ষদিগকে বলিয়াছিলেন—'... সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্বৈরনুজ্ঞায়তাম্।' আহার্য, আশ্রয়, ঔষধ, প্রসাধন প্রভৃতির উপকরণ বৃক্ষ। এই বৃক্ষই সর্বজীবের তথা জগতের সেবা করিতেছে। সে তাহার সর্ব অবয়ব দান করিয়া পরোপকার ব্রত সার্থক করে। বৃক্ষ তাই মানুষের শিক্ষাদাতা। কুঠার চন্দন ছেদন করিলেও চন্দন তাহাকে সুবাস বিতরণ করে। আপন জীবন বিলাইয়াও সে বিনিময়ে কিছু চাহে না। 'শুকাইয়া মরিলেও পানি না মাগয়ে।' বৈষ্ণবধর্মাদর্শ প্রসঙ্গে বৃক্ষের উপমা দিয়া বলা হইয়াছে 'তরোরিব সহিষ্ণুনা'।

বর্তমান সমাজে বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠান সুদুর্লভ। অথচ এই অনুষ্ঠানের মূল কথা বৃক্ষাদির সংখ্যাবৃদ্ধি। ইহা শুধু বৃক্ষসম্পদের জন্যই নহে বন থাকিলে বৃষ্টিপাত হয় প্রচুর। প্রতি বৎসর যত সংখ্যক বৃক্ষ নষ্ট করা হয়, তাহা পূরণের জন্য সেই সংখ্যার বহুগুণ বৃক্ষ রোপণ করা ও সংরক্ষিত করা প্রয়োজন। এইজন্যই এই বনমহোৎসব পালনের আহ্বান। ইহা শুধু সরকারী উদ্যোগেই সিদ্ধ হইবে না। উপরওয়ালার নির্দেশ পালন করার জন্য স্থানে স্থানে একটি অনুষ্ঠান করিয়া কয়েকটি চারাগাছ পুঁতিয়া দিলেই কর্তব্য সমাধা হইল না। বেসরকারী উদ্যোগ ও সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। আর্য ভারতের বৃক্ষবন্দনা উপলব্ধি করিবার দিন আসিয়াছে—

ওঁ বৃক্ষরূপিন্ জগন্নাথ সর্বকামফলপ্রদ।
নমস্তে কমলাকান্ত ঈপ্সীতার্থঞ্চ দেহি মে॥
আধারঃ সর্বভূতানাং সর্বকর্মপ্রবর্দ্ধকঃ।
ত্বমীশঃ সর্বধর্মানাং ধর্মরূপো নমোঽস্তুতে॥

———

নাইতবৈদড়ায় বনমহোৎসব

নাইতবৈদড়া গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে শ্রীকমলাপতি চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক আয়োজিত "ঊনবিংশ বনমহোৎসব" সন্ন্যাসীডাঙ্গায় ২৩শে জুলাই মঙ্গলবার বৈকাল ৫টায় বিপুল জনসমাগমের মধ্যে মহা-সমারোহে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ঐ সভায় জঙ্গিপুরের মহকুমা-শাসক শ্রীঅসিতরঞ্জন দাশগুপ্ত মহাশয় এবং তদীয় পত্নী শ্রীমতী দাশগুপ্তা যথাক্রমে সভাপতির ও প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন। স্বস্তিবাচন স্তোত্রপাঠ করেন বাড়ালা স্কুলের সংস্কৃত শিক্ষক শ্রীরামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন কুমারী বাণী সেনগুপ্তা, কিরীটি ভট্টাচার্য্য, আল্‌পনা মুখোপাধ্যায় ও অজন্তা চক্রবর্ত্তী। সুকণ্ঠী বাণী সেনগুপ্তার সময়োপযোগী গানে শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ হইয়া পড়েন। হৃদয়গ্রাহী আবৃত্তি করেন শ্রীবিশ্বপতি চট্টোপাধ্যায়। কমলাপতি বাবু অতিথি-দের অভ্যর্থনা করিয়া ভাষণ দেন আর বনমহোৎসব সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন শ্রীঅম্বিকাচরণ দাস, এম-এল-এ মহাশয়। বাড়ালা রামদাস সেন সর্ব্বার্থসাধক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মঃ সোহরাব ভাষণ দেন ও সম্মানিত অতিথিদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভাপতি মহাশয়ের বনমহোৎসব সম্বন্ধে পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ও ইতিহাস উল্লেখে প্রাঞ্জল ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণে সত্যই একটা বনমহোৎসবের আবহাওয়া সৃষ্টি হইয়াছিল ও শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে উৎসাহ উদ্দীপনা ও বৃক্ষরোপণের স্পৃহা জাগরিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন বি, ডি, ও দেবব্রত বাবু, এস, ই, ও, কো-অপারেটিভ ইন্সপেক্টার ও আরও অনেকে। ৮টী বৃক্ষ রোপিত হয়।

———

হাজী সাহেবের এন্তেকাল

গত ৩রা শ্রাবণ শুক্রবার ভোর রাত্রে পাউলী গ্রামের অলহজ ডাঃ সাখাওত হোসেন সাহেব ৮৭ বৎসর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি তিন পুত্র, চারি কন্যা, অনেকগুলি পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্র-দৌহিত্রী ও বহু আত্মীয়স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি বহুদিন জঙ্গিপুর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর ছিলেন এবং ঐ অঞ্চলের বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

শিক্ষাব্রতীর দান

বাড়ালা রামদাস সেন সর্ব্বার্থসাধক বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক বৈদড়া নিবাসী শ্রীকমলাপতি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের চতুর্থ পুত্র ডক্টর বীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী (বর্ত্তমানে উচ্চতর গবেষণার জন্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে আছেন) উক্ত বিদ্যালয়ের সহিত স্বর্গতা জননীর স্মৃতি জড়িত রাখার উদ্দেশ্যে "অমিয়বালা চক্রবর্ত্তী স্মারক ফাণ্ড" হিসাবে সংরক্ষিত রাখার জন্য চিরতরে চারিশত টাকা দান করার প্রস্তাব করেন। ঐ টাকার সুদ হইতে প্রতি বৎসর একটি করিয়া "অমিয়বালা স্মারক পুরস্কার" উক্ত বিদ্যালয় হইতে যে ছাত্র উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিবে তাহাকে তাহার পছন্দমত পুস্তক দেওয়া হইবে। উক্ত সভায় ডক্টর চক্রবর্ত্তীর কনিষ্ঠা ভ্রাতৃবধু শ্রীমতী জ্যোৎস্না চক্রবর্ত্তী মহকুমা-শাসক মহাশয় বরাবর চারিশত টাকার একখানি চেক উক্ত বিদ্যালয়ের সম্পাদককে অর্পণ করেন। ডক্টর চক্রবর্ত্তীর এই দান অনুকরণীয়।

পরলোকগমন

মণিগ্রামের বিখ্যাত বিশ্বাস-পরিবারের ঋষিকল্প কবিরাজ স্বর্গীয় রক্ষাদাস শর্ম্মা বিশ্বাস মহাশয়ের পুত্রবধূ দশভুজা ঔষধালয়ের লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ কবিরাজ শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী বীণাপাণি দেবী ৭০ বৎসর বয়সে গত ১লা শ্রাবণ বুধবার পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি বৃদ্ধ স্বামী, পাঁচ পুত্র, পুত্রবধূ ও অনেকগুলি পৌত্র-পৌত্রী রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আশুপ্রসন্ন গাঙ্গুলী মহাশয় মণিগ্রাম অঞ্চলের অঞ্চল প্রধান। আমরা তাঁহার স্বজনগণের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া পরলোকগতা আত্মার চিরশান্তি কামনা করিতেছি। ওঁ শান্তি।

ঊনবিংশতিতম বনমহোৎসব

আগামী ৩০শে জুলাই, বাংলা ১৪ই শ্রাবণ মঙ্গলবার বেলা ৪ ঘটিকায় জঙ্গিপুর ফৌজদারী আদালত প্রাঙ্গণে ঊনবিংশতিতম বার্ষিক বনমহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। জঙ্গিপুরের মহকুমা-শাসক শ্রীঅসিত-রঞ্জন দাশগুপ্ত মহোদয় এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিবেন।

ভোটের-রূপ

ছুটল সব ভোটের তরে ভোটভিখারীর দল।
হাটে, মাঠে, পথে, ঘাটে ভোটের কোলাহল॥
ঘাড়ে নিয়ে ভোটের ঝুলি,
দে ভোট, দে ভোট, দে ভোট বুলি,
ফিরছে সবে গলি গলি,
ছেড়ে অন্ন জল॥

একজন দেখ দু চোখ কানা,
ঘরে থেকে মন মানে না,
লাঠি ধ'রে আনা গোনা,
কর্‌তেছে কেবল॥

ক্যান্‌ভাসার ঝোলা ঘাড়ে,
ঘুরে ঘুরে এল ফিরে,
ক্যাণ্ডিডেট ভাই এসে দৌড়ে
দেখ্‌ছে ঝোলার তল।
ঝোলার ওজন বুঝ্‌ছে নেড়ে কি হল সম্বল॥

ঝোলা ঘাড়ে আর এক জনা,
বল্‌ছে দেশে ভোট মিলে না,
ভায়ার বুঝি আর হ'ল না,
সব হ'ল বিফল।
বস্‌ল ভায়া হাঁটু পেতে মাজায় নাইক বল॥
পর-ভাগ্যজীবী যারা,
চুপটি ক'রে ভাব্‌ছে তারা,
ভাগ্যিমানের তোয়াজ করা—
আচ্ছা মজার কল॥
কিন্তু বড় লোকের ভালবাসা,
মিঞা সাহেবের মোরগ পোষা,
এবার দেখ্‌ছি খুব দুরাশা,
বেড়ে গেছে দল।
ভাব্‌লে বল্ কি আর হবে চল্ দাদা চল্ চল্
হয় হয় হয়, না হয় না হয়, হব না চঞ্চল॥

কবির কথা
কি মধু তোমাতে আছে মিউনিসিপ্যালিটী?
তফাৎ থেকে তোমার পায়ে প্রণাম
কোটী কোটী॥

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবৰ্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ,
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

অম্বলের যম **আরকানা** অম্বলের যম

অম্লশূল, পিত্তশূল, টক-বমি, অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, লিভার ব্যথা ও যাবতীয় পেটবেদনায় আশু ফলপ্রদ সকল সম্ভ্রান্ত ঔষধালয়ে পাইবেন

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেণ্ট—**শ্রীননীগোপাল সেন**, কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং **বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি** ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

আর. পি. ওয়াচ কোং

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — জেলা মুর্শিদাবাদ।

ছোট বড় যে কোন ঘড়ি, দেওয়াল ঘড়ি ও হাতঘড়ি সুলভে নির্ভরযোগ্য মেরামতের জন্য **আর. পি. ওয়াচ কোং** র দোকানে পাঠিয়ে দিন। বিনীত—শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ভকত

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবনের

পামারি

চুলকুনি ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর

রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য সডাক ৪'০০ চারি টাকা, শহরে ৩'০০ তিন টাকা, প্রতি সংখ্যা দশ পয়সা।

বিজ্ঞাপনের হার:—প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ পয়সা। প্রতিবার ২ তি সেণ্টিমিটার ১'০০ এক টাকা। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।